কলকাতা উচ্চ আদালত

সাংবিধানিক রিট এখতিয়ার

আপীল বিভাগ

সম্মুখঃ

মাননীয় বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য

২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ ১৯৮৯৬

সুরেশ প্রসাদ সিং

বনাম

কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং অন্যান্যরা

আবেদনকারীর জন্যঃ শ্রী শ্রীজীব চক্রবর্তী,

শ্রী পঙ্কজ আগরওয়াল,

শ্রী চম্পা পাল-

.... উকিল

উত্তরদাতা কর্তৃপক্ষের জন্যঃ শ্রী অরুণাভ ঘোষ,

শ্রী প্রদিপ্ত বোস

... উকিল

সংরক্ষিত তারিখঃ ৩০.০৬.২০২৩

রায়ঃ ০৫.১০.২০২৩

বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য:-

১. আবেদনকারী ১৫.০৭.২০১৬ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদন এবং ২৯.০৬.২০১৭ তারিখের বরখাস্তের আদেশ বাতিল করার জন্য আবেদন করেছেন, যা দ্বিতীয় বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত।

২. আবেদনকারীকে ২১.০৮.২০১৫ তারিখে একটি অভিযোগপত্র দেওয়া হয়, যখন তিনি বিসিসিএল-এর জেনারেল ম্যানেজার (প্রোডাকশন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। উক্ত অভিযোগপত্রটি চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর চতুর্থ বিবাদী হিসেবে জারি করেছিলেন। আবেদনকারী ০৮.০৯.২০১৫ তারিখে তার লিখিত আত্মপক্ষ সমর্থনের বিবৃতি জমা দিয়েছিলেন। আবেদনকারীকে ০৭.০৪.২০১৭ তারিখে তদন্ত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি দেওয়া হয়, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তার উত্তর জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। আবেদনকারী চতুর্থ বিবাদীর সামনে তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে তার উত্তর দাখিল করেন। এরপর, কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর দ্বিতীয় বিবাদী হিসেবে ২৯.০৬.২০১৭ তারিখে বরখাস্তের আদেশ দেন।

৩. আবেদনকারীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী চক্রবর্তী যুক্তি দেন যে আবেদনকারী তার চিকিৎসার জন্য বাইরে ছিলেন, যার কারণে তিনি তদন্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। শ্রী চক্রবর্তী যুক্তি দেন যে আবেদনকারীকে এই ধরনের তদন্তে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়ার জন্য একটি নতুন তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা উচিত। শ্রী চক্রবর্তী আরও যুক্তি দেন যে কোল ইন্ডিয়া এক্সিকিউটিভস' আচরণ, শৃঙ্খলা এবং আপিল নিয়মাবলী ১৯৭৮ (সংক্ষেপে "১৯৭৮ সালের নিয়ম") এর নিয়ম ২৮ এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতিগুলি তাৎক্ষণিক মামলায় অনুসরণ করা হয়নি এবং তাই, দ্বিতীয় বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা উচিত।

৪. বিবাদী নং ৪ এবং ৫ এর প্রতিনিধিত্বকারী বিজ্ঞ আইনজীবী মিঃ ঘোষ যুক্তি দেন যে, কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আইপিসির ধারা ১২০বি, ৪০৯ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ধারা ১৩(২) এবং ১৩(১)(ঘ) এর ধারা ১৩(১)(ঘ) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য মামলা শুরু করেছে। ২০.১১.২০১৫ তারিখে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয় এবং আবেদনকারী প্রায় দশ মাস ধরে পলাতক ছিলেন। আবেদনকারীকে ০৯.০৯.২০১৬ তারিখে হেফাজতে নেওয়া হয় এবং ০১.০৪.২০১৭ তারিখে তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। মিঃ ঘোষ আরও যুক্তি দেন যে, যেহেতু আবেদনকারীর উপর আরোপিত শাস্তি বড় শাস্তির আওতায় পড়ে, তাই তদন্তের রেকর্ড দ্বিতীয় বিবাদীর কাছে পাঠানো হয়েছিল যিনি বড় শাস্তির জন্য যোগ্য। শ্রী ঘোষ উপসংহারে বলেন যে তদন্ত পরিচালনার পদ্ধতি ১৯৭৮ সালের নিয়ম অনুসারে কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়েছিল।

৫. পক্ষগুলির পক্ষে শিক্ষিত উকিলদের কথা শুনেছেন এবং রাখা উপকরণগুলি পর্যবেক্ষণ করেছেন।

৬. রেকর্ড প্রকাশ করে যে, ২১.০৮.২০১৫ তারিখের অভিযোগপত্র বিসিসিএল-এর চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ জারি করেছিলেন যার ফলে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে তদন্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আবেদনকারী যথাযথভাবে ০৮.০৯.২০১৫ তারিখের একটি চিঠির মাধ্যমে উল্লিখিত অভিযোগের স্মারকলিপির জবাব দিয়েছিলেন। আবেদনকারী অবশ্য পঞ্চম উত্তরদাতার দ্বারা পরিচালিত তদন্ত কার্যক্রমে অংশ নেননি।

৭. ১৫.০৭.২০১৬ তারিখের তদন্ত প্রতিবেদনে নথিভুক্ত করা হয়েছে যে আবেদনকারী ব্যক্তিগতভাবে বা সহায়ক কর্মকর্তার মাধ্যমে উপস্থিত হননি এবং তাই তাঁর বিরুদ্ধে একতরফা তদন্ত করা হয়েছিল। তদন্ত কর্মকর্তা শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে আনা উভয় অভিযোগই প্রমাণিত হয়েছে।

৮. তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আবেদনকারী তার জবাব দাখিল করেছেন। উক্ত চিঠিতে আবেদনকারী কেন তদন্তে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন। যেহেতু তদন্ত কর্তৃপক্ষ একতরফাভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে, তাই আবেদনকারীকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করে পুনরায় তদন্ত পরিচালনার জন্য আবেদন করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আবেদনকারী চতুর্থ বিবাদীর সামনে এই জবাব দাখিল করেছেন।

৯. রেকর্ড থেকে স্পষ্ট যে ২য় বিবাদী ২৯.০৬.২০১৭ তারিখে বরখাস্তের আদেশ দিয়েছিলেন। উক্ত আদেশে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যে তদন্ত প্রতিবেদনের বিরুদ্ধে আবেদনকারীর আবেদন সময়মতো পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয় বিবাদী পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আবেদনকারীকে বরখাস্তের মতো বড় শাস্তি দেওয়া হলে ন্যায়বিচারের লক্ষ্য পূরণ হবে।

১০. স্বীকার করতে হবে যে, চতুর্থ বিবাদী, যিনি শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ ছিলেন, তিনি আবেদনকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। চতুর্থ বিবাদী ৫ম বিবাদীর অভিযোগের তদন্ত করেছিলেন। তবে, দ্বিতীয় বিবাদী বরখাস্তের আদেশটি জারি করেছিলেন।

১১. রিট আবেদনকারীর মতে, ১৯৭৮ সালের বিধির ২৮ নম্বর বিধির অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। এই ধরনের বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য বিধি ২৮ নীচে উদ্ধৃত করা হল।

"২৮.০ কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠিত কার্যবিবরণী

২৮.১ শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ বা তার চেয়ে উচ্চতর যে কোনও কর্তৃপক্ষ কোনও কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে।

২৮.২ এই বিধিমালার অধীনে বিধি ২৭.১ (ii) এর ধারা (a) থেকে (d) পর্যন্ত উল্লিখিত যেকোনো শাস্তি আরোপের জন্য সক্ষম একটি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ যেকোনো কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিধি ২৭.১ (ii) এর ধারা (b) থেকে (d) পর্যন্ত উল্লিখিত যেকোনো শাস্তি আরোপের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যদিও এই বিধিমালার অধীনে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ পরবর্তী কোনও শাস্তি আরোপের জন্য যোগ্য নয়।

২৮.৩ যেখানে কোন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ বিধি ২৭.১ (i) এর ধারা (a) থেকে (d) এবং বিধি ২৭.১ (ii) এর ধারা (a) তে উল্লেখিত যেকোনও শাস্তি আরোপ করতে সক্ষম কিন্তু বিধি ২৭.১ (ii) এর ধারা (b) থেকে (d) তে উল্লেখিত কোন শাস্তি আরোপ করতে সক্ষম নয়, সেক্ষেত্রে সে নিজেই কোন অভিযোগের তদন্ত করেছে বা তদন্তের ব্যবস্থা করেছে এবং কর্তৃপক্ষ, তার নিজস্ব অনুসন্ধান বা তার দ্বারা নিযুক্ত কোনও তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে, মনে করে যে বিধি ২৭.১ (ii) এর ধারা (b) থেকে (d) তে উল্লেখিত যেকোনও শাস্তি আরোপ করা উচিত

কর্মচারীর উপর, সেই কর্তৃপক্ষ তদন্তের রেকর্ডগুলি এমন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবে যিনি শেষ উল্লেখিত শাস্তি আরোপের জন্য উপযুক্ত।"

১২. বিধি ২৮.৩ অনুসারে, যদি তদন্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অভিযোগের তদন্তের জন্য দায়ী শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ এবং কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিযুক্ত তদন্তকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে, এই কর্তৃপক্ষের মনে হয় যে বিধি ২৭.১ (ii) এর ধারা (b) থেকে (d) পর্যন্ত উল্লিখিত যেকোনো শাস্তি কর্মচারীর উপর আরোপ করা উচিত, তাহলে কর্তৃপক্ষ তদন্তের রেকর্ড এমন শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করবে যিনি সর্বশেষ উল্লেখিত শাস্তি আরোপ করতে সক্ষম।

১৩. নিয়ম ২৮.৩ অনুসারে, যদি উপ-বিধির প্রথম অংশে বর্ণিত শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ নিজেই কোনও তদন্ত করে, তাহলে তদন্তে তাদের নিজস্ব ফলাফল বিবেচনা করে বিধি ২৭.১ (ii)(b) থেকে (d) পর্যন্ত উল্লিখিত শাস্তির যে কোনও কর্মচারীর উপর আরোপ করা উচিত বলে মতামত তৈরি করা উচিত। তবে, যদি এই ধরনের শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ তদন্তের কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তদন্ত কর্তৃপক্ষের যে কোনও ফলাফলের উপর তাদের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করে এই মতামত তৈরি করা উচিত। এর ফলে পরবর্তী বিভাগের আওতাধীন ক্ষেত্রে, এই ধরনের শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষকে প্রথমে তদন্ত কর্তৃপক্ষের ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে বিবেচনা করে একটি মতামত তৈরি করতে হবে যে বিধি ২৭.১ (ii) (b) থেকে (d) পর্যন্ত যেকোনও শাস্তি আরোপ করা উচিত এবং এই ধরনের মতামত তৈরির পরেই, তদন্তের রেকর্ডগুলি এই ধরনের শাস্তি আরোপ করার জন্য সক্ষম শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করতে হবে।

১৪. বিধি ২৮.৩ এর অধীনে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে, এই আদালতের বিবেচনাধীন মতামত হল যে তদন্তের ফলাফলের উপর শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্তই এই মতামতের ভিত্তি তৈরি করে। অতএব, এই আদালত মনে করে যে বিধি ২৮.৩ এ উল্লেখিত "মতামত" লিখিতভাবে হবে।

১৫. যেহেতু এক কর্তৃপক্ষ থেকে অন্য কর্তৃপক্ষের কাছে, এই আদালতের মনে তদন্তের রেকর্ড প্রেরণের জন্য মতামত গঠন একটি পূর্বশর্ত, তাই এই ধরনের মতামতও কার্যধারার অংশ হওয়া উচিত।

১৬. বিরোধী হলফনামায় বলা হয়েছে যে, বিধি ২৭ এর অধীনে তফসিলের ক্রমিক নং ৩ অনুসারে, একটি সহায়ক কোম্পানির চেয়ারম্যান-কাম-ব্যবস্থাপনা পরিচালক বিধি ২৭.১ (ii) (b), (c) এবং (d) এর অধীনে দণ্ড ব্যতীত সকল দণ্ড আরোপের যোগ্য। আরও বলা হয়েছে যে, তাৎক্ষণিক ক্ষেত্রে যেহেতু আবেদনকারীর উপর আরোপিত জরিমানা প্রধান দণ্ডের আওতায় আসে

জরিমানা এবং ধারা ২৮.৩ এর অধীনে তদন্তের রেকর্ড কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের চেয়ারম্যান-কাম-ম্যানেজিং ডিরেক্টরের কাছে পাঠানো হয়েছিল, যিনি বড় জরিমানা আরোপের জন্য যোগ্য।

১৭. জবাবদাতা কর্তৃপক্ষের দ্বারা দাখিলকৃত শপথ পত্র ২৮.৩ ধারা অনুযায়ী মতামত গঠনের বিষয়ে নীরব।

১৮. ২৯.০৬.২০১৭ তারিখে দ্বিতীয় বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত বরখাস্তের আদেশটিও চতুর্থ বিবাদী কর্তৃক এই ধরণের মতামত গঠনের কথা উল্লেখ করে না। অতএব, এই আদালত মনে করে যে নিয়ম ২৮.৩ এর অধীনে প্রয়োজনীয় কোনও মতামত গঠন করা হয়নি। আরও বলা হচ্ছে যে চতুর্থ বিবাদী কর্তৃক যান্ত্রিকভাবে দ্বিতীয় বিবাদীর কাছে তদন্তের রেকর্ড প্রেরণকে নিয়ম ২৮.৩ এর সাথে সঙ্গতিপূর্ণ বলা যাবে না। অতএব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াটি দুর্বলতার শিকার। এই কারণে, বরখাস্তের আদেশ বাতিল এবং বাতিল করা যেতে পারে।

১৯. তা ছাড়া, ২৯.০৬.২০১৭ তারিখের আদেশে দ্বিতীয় বিবাদী লিপিবদ্ধ করেছেন যে আবেদনকারীর আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে গৃহীত হয়নি। রেকর্ড থেকে স্পষ্ট যে, আবেদনটি খারিজের আদেশ দেওয়ার আগে গৃহীত হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই ধরনের আবেদনের বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি বলে মনে হয়।

২০. শ্রী চক্রবর্তী, জোরালোভাবে যুক্তি দেবেন যে তদন্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করার কারণগুলি আবেদনকারীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে। শ্রী ঘোষ, শ্রী চক্রবর্তীর এই যুক্তির বিরোধিতা করে বলেন যে পর্যাপ্ত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, আবেদনকারী তদন্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেননি। আবেদনকারী ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এড়িয়ে গেছেন কিনা তা সম্পূর্ণরূপে তথ্যবহুল এবং একটি রিট আদালত এই ধরণের বিতর্কিত তথ্যের প্রশ্নে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। এই জাতীয় বিষয়টি কর্তৃপক্ষের বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত।

২১. উক্ত প্রতিনিধিত্বে, আবেদনকারী নতুন করে তদন্ত করার জন্য প্রার্থনা করেছেন কারণ উক্ত কারণগুলি সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে। এই আদালত, অতএব, মনে করেন যে, এই প্রতিনিধিত্ব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। প্রতিনিধিত্বের ফলস্বরূপ, ৪র্থ প্রতিক্রিয়াকারী ২৮.৩ ধারা অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

২২. উপরে উল্লিখিত সকল কারণে, বিবাদী নং ২ কর্তৃক প্রদত্ত ২৯.০৬.২০১৭ তারিখের বরখাস্তের আদেশ বাতিল করা হল। চতুর্থ বিবাদীকে প্রথমে ২২.০৪.২০১৭ তারিখের প্রতিনিধিত্বে থাকা আবেদনকারীর আবেদন বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হল এবং এই ধরনের প্রতিনিধিত্বের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে চতুর্থ বিবাদী কঠোরভাবে নিয়ম অনুসারে এগিয়ে যাবেন

২৮.৩ পূর্বে প্রদত্ত পর্যবেক্ষণের আলোকে। আবেদনকারীকে এই আদেশের সার্ভার কপি পাওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে উক্ত প্রতিনিধিত্বের একটি কপি এবং এই আদেশের একটি সার্ভার কপি সরবরাহ করতে বাধ্য থাকতে হবে। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বিবাদী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আবেদনকারীর প্রতিনিধিত্বের কপি সহ এই আদেশের বারো সপ্তাহের মধ্যে সম্পূর্ণ কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

২৩. উক্ত নির্দেশনাসহ রিট আবেদন মঞ্জুর করা হলো। তবে, কোনোও খরচের আদেশ থাকবে না।

২৪. তবে এটা স্পষ্ট করা হচ্ছে যে, এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত উপরোক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, অবসরকালীন সুবিধা প্রদানের জন্য আবেদনকারীর দাবির বিষয়ে এই আদালত কোনও তদন্ত করেনি। অতএব, এই বিষয়টি উন্মুক্ত রাখা হল।

২৫. আবেদন করা হলে, জরুরি ফটোস্ট্যাট সার্টিফাইড কপিগুলি, সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা পূরণের পরে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করতে হবে।

(বিচারপতি , হিরন্ময় ভট্টাচার্য্য)

(পি.এ.-সঞ্চিতা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Diganta Mondal